ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৮৯৫

আগরতলা, ১৪ অক্টোবর, ২০২০

গ্রামীণ অঞ্চলে স্বাস্থ্য পরিষেবায় যথাযথ পরিকাঠামো গড়ে তুলতে সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে : মুখ্যমন্ত্রী

গ্রামীণ অঞ্চলে স্বাস্থ্য পরিষেবায় যথাযথ পরিকাঠামো গড়ে তুলতে সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে পারলেই রাজ্যবাসী উপকৃত হবেন। সরকার সেই দিশাতেই কাজ করছে। আজ মান্দাই ব্লকের বোরাখা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (হেলথ এন্ড ওয়েলনেস সেন্টার)-এর নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদঘাটন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, ২০২২ সালের মধ্যে দেশে এ ধরনের দেড় লক্ষ হেলথ এন্ড ওয়েলনেস সেন্টার নির্মাণ করার ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি ২০০৭ সালে কাজ শুরু হলেও বর্তমান রাজ্য সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে এর পুনর্বিন্যাস হয়েছে। এই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এখন থেকে অ্যালোপেথি, হোমিওপ্যাথি ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে। থাকবে ওপিডি পরিষেবা সহ ২৪ ঘন্টা আই পি ডি পরিষেবাও। দুর্গাপূজার প্রাক্কালে এলাকার নাগরিকদের জন্য এক সুসংবাদ নিয়ে এসেছে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে। ১০ শয্যা বিশিষ্ট এই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি নির্মাণে রাজ্য সরকারের প্রায় পোনে তিন কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্যকর্মী, প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং সর্বোপরি রাজ্যবাসীর একান্ত সহযোগিতায় করোনার প্রভাব বর্তমানে অনেকটাই আমাদের রাজ্যে কম রয়েছে। সংক্রমণের হার ১০ শতাংশের নীচে রয়েছে ত্রিপুরায়। সুস্থতার হারও প্রায় ৮৫ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে। করোনা প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, মাস্ক পরা, সামাজিক দূরত্ব মানা সত্বেও অনেকেই সংক্রমণের ব্যাপারে আতঙ্কিত হচ্ছেন। সেজন্য রাজ্য সরকার সেরো সার্ভের মাধ্যমে অ্যান্টিবডি টেস্ট প্রক্রিয়া শুরু করতে চলেছে, যার মাধ্যমে বোঝা যাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির শরীর কোভিডকে প্রতিহত করতে সক্ষম কিনা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে ১১৬টি কমিউনিটি এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। তাছাড়া রয়েছে জেলা হাসপাতাল, জিবিপি, আইজিএম, টিএমসি সহ বেসরকারি নার্সিং হোম। এইগুলিতে কোভিড-১৯-র পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। করোনা পরিস্থিতিতে হোম আইসোলেশনে থাকা রোগীদের জন্য রয়েছে অক্সিমিটারের ব্যবস্থা। এরমধ্যে দিয়ে রোগী নিজেই অক্সিজেনের মাত্রা নির্ধারণ করতে পারবে। উপসর্গযুক্ত করোনা রোগী যাদের অক্সিজেনের মাত্রা কমে যাচ্ছে তাদের নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করে চিকিৎসা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে তিনি আরও উল্লেখ করেন হোম আইসোলেশনে থাকা করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিটি যদি তার পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি হয়ে থাকেন এবং তিনি যদি সরকারি চাকরিজীবি না হন সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকার ১০ দিনের খাদ্য সামগ্রী অথবা ১,৫০০ টাকা দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি আরও বলেন, করোনা অতিমারির শুরুতে রাজ্যে মাত্র ৩০০টি অক্সিজেন সিলিন্ডার এবং ১টি ভেন্টিলেটর ছিলো।

***২-এর পাতায়

এখন তা বেড়ে হয়েছে ১,১৩৬টি অক্সিজেন সিলিন্ডার এবং ৯২টি ভেন্টিলেটর রাজ্যে রয়েছে। সেইসঙ্গে ৫০০ পিপিই কিট তখন ছিলো যা বর্তমানে প্রায় ৬৫,০০০ রয়েছে। করোনা মোকাবিলায় গ্রাম থেকে শহর সমগ্র ত্রিপুরা প্রস্তুত রয়েছে। ঢেলে সাজানো হয়েছে সমস্ত জেলা হাসপাতাল, কমিউনিটি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকেও। স্বাস্থ্যকর্মী, চিকিৎসক, নার্স, আশাকর্মী, পুলিশ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা সহ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের তৎপরতার জন্যই করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এজন্য তিনি তাদের ধন্যবাদ জানান।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করার ফলে গত ৫ বছরের তুলনায় রাজ্য থেকে বহির্রাজ্যে রেফার কেইসের হার কমেছে। এক্ষেত্রে পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি জানান ২০১৯-২০ সালে রেফার কেইসের সংখ্যা ছিলো ১,৯৮৮টি। ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে ২০২০ পর্যন্ত সেই সংখ্যা মাত্র ৫৩২। তিনি বলেন, রাজ্যে গত দু'বছর সময়ে মোট নিউরোসার্জারি করা হয়েছে ৩০০ জনের। এছাড়াও নিউরো সংক্রান্ত ১,৩০০ জন রোগী জিবি হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন। খুব অল্প খরচে এই চিকিৎসা সুবিধা পেয়েছেন রোগীরা যা কল্পনাতীত। আগামীদিনগুলিতে রাজ্যের নাগরিকদের যেন বহির্রাজ্যে গিয়ে চিকিৎসা না করতে হয় সে দিশাতে রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নে কাজ করে চলেছে। তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে রাজ্যে প্রায় সাড়ে ১১ লক্ষ ই-কার্ড প্রদান করা হয়েছে। এই স্বাস্থ্য প্রকল্পে একজন রোগী সর্বাধিক ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সুবিধা পেতে পারেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, করোনা পরিস্থিতির মধ্যে রাজ্যে আর্থিক উন্নয়নকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে কাজ করছে রাজ্য সরকার। সাব্রুমে স্পেশাল ইকোনমিক জোন স্থাপন, লজিস্টিক হাব, সাব্রুমে ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে অর্থমঞ্জুরি ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে সরকার। সাব্রুমের ফেণী নদীর উপর ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সেতুর কাজ সম্পন্ন হলে চিটাগাং বন্দরের সাথে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির যোগাযোগ গড়ে উঠবে। পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে দূরত্ব কমে যাবে। মুখ্যমন্ত্রী মান্দাই ব্লক এলাকার কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের পরিসংখ্যানও তুলে ধরেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, পূর্বে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ক্ষেত্রে যাদের বাড়িতে টিনের ছাউনি দেওয়া ঘর ছিলো তারা এই যোজনার অন্তর্ভুক্ত হতে পারতেন না। বর্তমানে রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টায় সমগ্র ভারতবর্ষে টিনের ছাউনি দেওয়া ঘর থাকা সত্বেও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার সুবিধা পেতে পারেন। এজন্য ভারত সরকার নীতি পরিবর্তন করেছে। আসন্ন দুর্গোৎসবে সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য রাজ্যবাসীর প্রতি তিনি আহ্বান জানান।

এছাড়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক ধীরেন্দ্র দেববর্মা, স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিব জে কে সিনহা, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. শৈলেশ কুমার যাদব। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা ডা. রাধা দেববর্মা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের ত্রিপুরা শাখার মিশন ডিরেক্টর ডা. সিদ্ধার্থ শিব যশোয়াল। উদ্বোধনী পর্ব শেষে মুখ্যমন্ত্রী নবনির্মিত ভবনটি পরিদর্শন করে চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন।

*****